"عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" (" ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ঃ

"রাবীর (বর্ণনাকারীর) পরিচয়, জন্ম,-মৃত্যু তারিখ, দোষ-গুন, ন্যায়পরায়ণতা, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য, নৈতিক ত্রুটি, তাকওয়া, মেধাগত দূর্বলতা, হাদিস শরীফের সনদ-মতন (বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা ও হাদিস শরীফের ভাষ্য) সততা,বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও মেধাগত দৃঢ়তা, স্মরনশক্তি, বিবেকশক্তি, চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, মতাদর্শ, মানসিক ও শারিরীক সুস্থতা ইত্যাদি সুক্ষনাতিসুক্ষ বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান " শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাবীর (বর্ণনাকারীর) কঠিন নিয়ম ও পদ্ধতি উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি সহীহ হাদিস শরীফ সংকলন করে হাদিস শরীফের কিতাবে তা গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়"। যে সমস্ত উলামাকেরামগন তাঁরা তাঁদের বক্তৃতা দেয়ার,ওয়াজ-নসিহত বর্ণনাকরার সময় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন বানী মোবারক দলীল হিসেবে জনগনের সম্মুখে উপস্থাপন করেন তাদেরকে অবশ্যই "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে সম্যকভাবে জেনে নিতে হবে যে, জনগনের সম্মুখে তাঁর উপস্থাপিত হাদিস শরীফ খানা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বানী মোবারক কিনা । অন্যথায় তাঁর বক্তৃতা , ওয়াজ-নসিহত জনগনের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। তবে "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীতে লিখিত "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদিস শরীফ যাচাই-বাছাই অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে)লিখিত "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে পারতপক্ষে হাদিস শরীফ যাচাই-বাছাই করা যাবে না । কিন্তু أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত এমন কোন মুসলিম আলিম যদি পাওয়া যায় যিনি ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট কোন দল-উপদলভুক্ত নহেন বা কোন দল-উপদলের অনুসারীও নহেন বরং তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ একজন মুসলিম হয়ে থাকেন, তবে তাঁর লিখিত " عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদিস শরীফ যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে । নিম্নে ক্রমিক নং ১১ পর্যন্ত লিখকের "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের । তবে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত গন্থ হিসেবে হাদিস শাস্ত্র বিচারের জন্য গ্রহণযোগ্য ।

"عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্নে দেয়া হল।

ক্রমিক নং কিতাবের নাম রচয়িতার নাম ইনতিকাল তারিখ

১ আত তাবাকাতুল কুবরা মোহাম্মদ ইবনে ছা'দ ইনতিকাল ২৩০ হিজরী
২ কিতাবুত তাবাকাত আলী ইবনে মাদানী ইনতিকাল ২৩৪ হিজরী
৩ কিতাবুত তাবাকাত খলীফা ইবনে খাইয়াত ইনতিকাল ২৪০হিজরী
৪ তারীখে কবির ইমাম বুখারী ইনতিকাল ২৫৬হিজরী
৫ রুযাতুর ইতেবার ইমাম মসলিম ইনতিকাল ২৬১হিজরী
৬ কিতাবুত তারিখ ইবনে আবু খাইছমাহ ইনতিকাল ২৭৯ হিজরী
৭ কিতাবুত তারিখ ইবনে খুর রম হোছাইন ইবনে ইবনে ইদরীছ ইনতিকাল ৩০১ হিজরী
৮ আত তামযীজ ইমাম নাছাই ইনতিকাল ৩০৩ হিজরী
৯ কিতাবুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ইবনুল জারুদ ইনতিকাল ৩০৭ হিজরী
১০ কিতাবুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ইবনে আবু হাতিম রাজি ইনতিকাল ৩২৭ হিজরী
১১ কিতাবুল আওহাম ওয়াল ইহাম ইবনে হিব্বান বুস্তি ইনতিকাল ৩৫৪হিজরী
১২ আল ইরশাদ আবু ইয়ালা খলীলি ইনতিকাল ৪৪৬ হিজরী
১৩ ডমজানুল ই'তিদাল ইমাম জাহবী ইনতিকাল ৭৭৪ হিজরী
১৪ আত তাকমিল ফি মারিফাতিছ ছিকাত ওয়াদ দুআফা ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে কাছির ইনতিকাল ৭৭৪হিজরী
১৫ আত তাকমিলাহ ফি আসমায়িছ ছিকাত ওয়াদ দুআফা ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে কাছির ইনতিকাল ৭৪৮ হিজরী
১৬ তাবাকাতুল মুহাদ্দিছিন ইবনে মলাকেন ইনতিকাল ৮০৪ হিজরী
১৭ তাহজীবুল কালাম ইমাম মেজজী ইনতিকাল ৭৪২হিজরী
১৮ আল মুগনী কাহ মোহাম্মদ পাটনী সিন্ধী ইনতিকাল ৯৮৬ হিজরী

তিনশতাব্দীর পর চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী অন্তরবর্তীকালীণ সময়ে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ের " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত গন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীসমূহের বিরোধী না হলে সহীহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য । তবে চতুর্থ যুগের (অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীর) মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে যদি এমন হাদিস শরীফ পাওয়া যার সনদ (অর্থাৎ হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীকে সনদ বলে) মুত্তাসিল (অর্থাৎ হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীর কোন এক জনের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এক নাগাড়ে বহাল থেকে যাওয়ার অবস্থাকে মুত্তাসিল (অর্থাৎ ধারাবাহিক) বলে এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে কোন রচয়িতার কিতাব তথা গ্রন্থে প্রাপ্ত হাদিস শরীফ খানা যদি তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় অথবা হাদিস শরীফখানা যদি ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের হাদিস শরীফ গ্রহনের শর্তাবলী [ইমাম বুখারীর হাদিস গ্রহনের শর্তাবলীঃ- ১.সনদে পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিকতা থাকা ২.রাবী বা বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত বা নির্ভশীল হওয়া ৩. বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করেছেন তার সাক্ষাৎ লাভ হওয়া ৪.শায়খ বা শিক্ষকের নিকট দীর্ঘ সময় অবস্থান করা এবং ইমাম মুসলিমের হাদিস গ্রহনের শর্তাবলীঃ- ১. সনদে পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিকতা থাকা ২. রাবী বা বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত বা নির্ভশীল হওয়া ৩. রাবীদের যুগ এক হওয়া ৪. রাবীগন ধীশক্তি সম্পন্ন হওয়া ৫.কোন নির্ভরশীল ব্যাক্তি তার চেয়ে উত্তম ব্যাক্তির বিপরীত হাদিস বর্ণনা ও হাদিসে কোন গোপন ত্রুটি না থাকা]) অনুসারে পাওয়া যায় তা হলে উক্ত হাদিস শরীফ খানা দলিল হিসেবে গ্রহনীয় হতে পারে। কারন ৩য়

শতাব্দীর মধ্যেই সমস্ত হাদিস শরীফসমুহের লিপিবদ্ধের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

***প্রথম যুগের সময়কালঃ- প্রথম যুগ বলতে এখানে আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর নুবুওতের প্রথম হতে হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফত লাভ(৯৯ হিজরী) পর্যন্ত মোট ১১২ বৎসর কালকেই বুঝানো হয়েছে। এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সাহাবা এবং প্রবীন তাবেঈ'নদের যুগ। এ যুগের শেষ পর্যন্তই সাহাবাগন বেঁচেছিলেন। হজরত সাহল ইবনে সা'আদ (রাদিআল্লাহু আনহু) ৯১ হিজরীতে, হজরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) ৯৩ হিজরীতে এবং হজরত আবুত-তুফায়ল আমর ইবনে ওয়াসিলা (রাদিআল্লাহু আনহু) ১০০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

এ যুগে বা শতাব্দীতে নানাহ কারনে বিশেষকরে ইলমু দ্বীন তথা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করার অথবা শিক্ষাদানের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর ইনতিকালের পর তাঁর সাহাবাকেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাই'ন এর কিছু অংশ মদীনা শরীফের বাহিরে মক্কা শরীফে-হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু সহ ২৬ জন, কুফায়- হজরত আলী মুরতাজা,আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সহ ২৩ জন, মদীনায় -আনাছ ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহুম সহ ৫১ জন, বসরায়- হজরত আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু সহ ৩৫ জন, শাম/শিরিয়ায়- হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু সহ ৩৪ জন, মিশরে- হজরত আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু সহ ১৬ জন, খোরাসানে-৬ জন এবং জাযিরায়- -৩ জন স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং মদীনায় -হজরত আয়েশা,আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর,আবু হুরায়-মতামতরা রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে যান।

বর্ণিত জ্ঞানী সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম সহ অন্যান্য জ্ঞানী সাহাবীগনের প্রায় ১০(দশ) হাজার জনের এক বিরাট জামাআ'ত হাদিস শরীফের জ্ঞান অর্জন করাকে জরুরী মনে করে উহার শিক্ষাদান,প্রচার-প্রসার করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন। কারন ইলমু হাদিস শরীফের উপর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ব্যাতিত ইলমু দ্বীন তথা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করা মোটেই সম্ভব নহে। এ সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে পূর্ণোদ্যমে হাদিস শরীফের শিক্ষাদানের কাজ অব্যাহত ছিল। প্রায় গুরুত্বপূর্ন সব জায়গায়ই মুসনাদ ও রিওয়ায়েত শিক্ষাদানের ব্যাবস্থা করা হয়। এতে করে সনদ ও রিওয়ায়েতের [1] ক্রমধারা প্রবর্তিত হয়ে যায়। ইত্তিসালু সনদে(সনদের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীর হাদিস শরীফ বর্ণনা করার মাঝখানে বিচ্ছিন্ন না হওয়া) বর্ণিত হাদিস শরীফকে মুসনাদ বলে।

এর ফলে লোকজন যেখানেই কোন সাহাবার নাম শুনত সেখানেই তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর পবিত্র বানী শুনার জন্য অথবা শরীয়তের কোন মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য চতুর্দিক থেকে আগমন করত। এমনিভাবে সাহাবাকেরামের (রাদিআল্লাহু আনহুম) শাগরিদ হিসেবে খ্যাত তাবেঈ'নদের রাদিআল্লাহু আনহুম অনেকগুলো দল ইসলামি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত শহরে সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুম অথবা তাবেঈ'নদের (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) সমাগম অধিক ছিল সেটাই দারুল ইলম উপাধিতে ভূষিত হত।

এগুলোর মধ্যে মক্কা মুআজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, কুফা, বসরা এবং ইয়ামান বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য যে, সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম এর কুফা ও বসরাতে আগমনের ফলে উভয়

[1] "আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফ যে সব শব্দ দিয়ে বলেছেন উহার হ্রাস-বৃদ্ধি না করে হুবহু বর্ণনার নাম হচ্ছে রিওয়ায়েত"

শহরের সর্বত্র পত্রি কুরআন ও হাদিস শরীফের চর্চা এমনভাবে হতে লাগল যে,কুফা ও বসরার প্রতিটি ঘর হাদিস শরীফ শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে গেল।
হাদিস শরীফের শিক্ষাদাতা কতক জ্ঞানী সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুম এর নামঃ

ক্রমিক নাম ইনতিকাল তারিখ হাদিস শরীফের সংখ্যাঃ

১। হজরত আবু হুরায়-মতামতরা রাদিআল্লাহু আনহু ৫৭ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫৩৬৪
২। হজরত আনাছ রাদিআল্লাহু আনহু ৯৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ২২৩৬
৩। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু ৬৮ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৬৬০
৪। হজরত আর্ব্দুরঅহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ৭৩ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৬৩০
৫। হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৫৪০
৬। হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা ৫৭ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১২১০
৭। হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১১৭০
৮। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু ৩২ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৮৪৮
৯। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রাদিআল্লাহু আনহু ৬৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭০০
১০। হজরত আলী মোরতাজা রাদিআল্লাহু আনহু ৪০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৮৬
১১। হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু ২৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫৩৯
১২। উম্মুল মু'মিনীন হজরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা ৫৯ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৭৮
১৩। হজরত আবু আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৬০
১৪। হজরত বারা ইবনে আজেব রাদিআল্লাহু আনহু ৭২ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩০৫
১৫। হজরত আবু জর গেফারী রাদিআল্লাহু আনহু ৩২ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-২৮১
১৬। হজরত ছা'দ ইবনে আবি ওক্কাছ রাদিআল্লাহু আনহু ৫৫ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১৫
১৭। হজরত ছাহল আনছারী(জুন্দুব ইবনে কায়ছ রাদিআল্লাহু আনহু ৯১ হিজর,হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৮৮
১৮। হজরত উবাদা ইবনে ছামেত আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৩৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৮১
১৯ । হজরত আবুদ্দারদা রাদিআল্লাহু আনহু ৩২ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭৯
২০। হজরত আবু কাতাদাহ আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭০
২১। হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু ২১ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৬৪
২২। হজরত বোরাইদা ইবনে হাছিব রাদিআল্লাহু আনহু ৬৩ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৬৪
২৩। হজরত মোআজ ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু ১৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৭৫
২৪। হজরত আবু আইয়ুব আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৫২ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৫০
২৫। হজরত ওছমান গনী রাদিআল্লাহু আনহু ৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৪৬
২৬। হজরত জাবের ইবনে ছামুরাহ রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৪৬
২৭। হজরত আবু বকর ছিদ্দিকরাদিআল্লাহু আনহু ১৩ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৪২

২৮। হজরত মুগীরা ইবনে শো'অবা রাদিআল্লাহু আনহু ৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৩৬
২৯। হজরত আবু বাকরাহ রাদিআল্লাহু আনহু ৫২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৩০
৩০। হজরত ইমরান ইবনে হোছাইন রাদিআল্লাহু আনহু ৫২ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৩০
৩১। হজরত মুআবিয়া ইবনে আব সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহু ৬০ হিজরী ১৩০
৩২। হজরত ওছামাহ ইবনে জায়দ রাদিআল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১২৮
৩৩। হজরত ছাওবান রাদিআল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১২৭
৩৪। হজরত নো'মান ইবনে বশীর রাদিআল্লাহু আনহু ৬৫ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১২৪
৩৫। হজরত ছামুরা ইবনে জুন্দুব রাদিআল্লাহু আনহু ৫৮ হিজরী ১২৩
৩৬। হজরত আবু মাছউদ আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৪০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১০২
৩৭। হজরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালীরাদিআল্লাহু আনহু ৫১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১০০
৩৮। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাদিআল্লাহু আনহু ৮৭ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৯৫
৩৯। হজরত জায়দ ইবনে ছাবেত আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৪৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৯২
৪০। হজরত আবু তালহা রাদিআল্লাহু আনহু ৩৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৯০
৪১। হজরত জায়দ ইবনে আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু ৬৮ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৯০
৪২। হজরত জায়দ ইবনে খালেদ রাদিআল্লাহু আনহু ৭৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৮১
৪৩। হজরত কা'ব ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু ৫০ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৮০
৪৪। হজরত রাফে' ইবনে খাদীজ রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৮
৪৫। হজরত ছালমা ইবনে আকওয়া রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৭
৪৬। হজরত আবু রাফে' রাদিআল্লাহু আনহু ৩৫ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬৮
৪৭। হজরত আওফ ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু ৭৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৬৬
৪৮। হজরত আদীয় ইবনে হাতেম তায়ী রাদিআল্লাহু আনহু ৬৮ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬৬
৪৯। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি আওফা রাদিআল্লাহু আনহু হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬৫
৫০। উম্মুল মুমিনীন হজরত উম্মে হাবীবাহ রাদিআল্লাহু আনহা ৪৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৬৫
৫১। হজরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু ৩৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬৪
৫২। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিআল্লাহু আনহু ৩৭ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬২
৫৩। উম্মুল মুমিনীন হজরত হাফছা রাদিআল্লাহু আনহা ৪৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৬৪
৫৪। হজরত জোবইর ইবনে মোতয়েম রাদিআল্লাহু আনহু ৫৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৬০
৫৫। হজরত শাদ্দাদ ইবনে আওছ রাদিআল্লাহু আনহু ৬০হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬০
৫৬। হজরত অছমা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৬
৫৭। হজরত ওয়াছেলা ইবনে আছকা রাদিআল্লাহু আনহু ৮৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৬
৫৮। হজরত ওকবাহ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু আনহু ৬০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৫
৫৯। হজরত ওমর ইবনে ওতবাহ রাদিআল্লাহু আনহু হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৮
৬০। হজরত কা'ব ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু ৫৫ হিজরী ৪৬
৬১। উম্মুল মুমিনীন হজরত মাইমুনাহ রাদিআল্লাহু আনহা ৫১ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৬
৬২। হজরত ফাজালা ইবনে উবায়দ আছলামী রাদিআল্লাহু আনহু ৫৮ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৬
৬৩। হজরত উম্মে হানী(হজরত আলীর ভগ্নি) রাদিআল্লাহু আনহা ৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-

৪৬
৬৪। হজরত আবু জোহাইফা রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৫
৬৫। হজরত বেলাল মোয়াজ্জেনে রাসুল(রাঃ) রাদিআল্লাহু আনহু ১৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৪
৬৬। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিআল্লাহু আনহু ৫৭ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৩
৬৭। হজরত মিকদাদ ইবনে আছওয়াদ রাদিআল্লাহু আনহু ৩৩ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৩
৬৮। হজরত উম্মে আতীয়াহ আনছারীরাদিআল্লাহু আনহু হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪১
৬৯। হাকিম ইবনে হেজাম ৫৪ হিজরী ৪০
৭০। হজরত ছালমা ইবনে হানীফ রাদিআল্লাহু আনহু হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪০
মোট ২৪০৭৫

আরো কিছু সাহাবী ছিলেন যারা নানাহ ব্যস্ততার কারনে অথবা দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করার কারনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সাহচর্যে থেকে জ্ঞানার্জন করতে সুযোগ পাননি । এমন ধরনের সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর ইনতিকালের পর মদীনা শরীফে প্রায় ৩০০০০(ত্রিশ হাজার) এবং মক্কা শরীফে ৩০০০০(ত্রিশ হাজার) ছিলেন।

প্রথম শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহঃ
প্রথম শতাব্দীতে হাদিস শরীফের "তাদবীন" (হাদিস শরীফসমূহ বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত না করে যখন যে হাদিস শরীফ পেতেন তা তাৎক্ষণিকভাবে লিখে নেয়ার কাজ হচ্ছে "তাদবীন") এর কাজ শুরু হয় স্বনাম খ্যাত তাবেয়ী' ইবনে শিহাব জোহরী এর সহীফা লিপিবদ্ধের মাধ্যমে, আর দ্বিতীয় শতাব্দীতে "তাসনীফ"(বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয় অনুসারে অধ্যায়, উপ-অধ্যায়ে সাজাইবার ব্যাবস্থার নাম হচ্ছে "তাছনীফ") এর কাজ শুরু হয় ইবনে জোরাইজ এর মাধ্যমে। হজরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র বশীর ইবনে নাহীক এর সহীফা, হজরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইনতিকাল-১৩০ হিজরী) এর "সহীফায়ে হাম্মাম"- এতে ১৩৮ টি হাদিস শরীফ রয়েছে (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "সহীফায়ে হাম্মাম"টি তাঁর মুসনাদে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন) , হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র সালমান ইবনে কায়স রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর "সহীফায়ে জাবের"।
ইমাম শা'বী এবং ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সালমানের নিকট থেকে উহা ছবক হিসেবে পড়েছিলেন। বর্ণিত সহীফাগুলো এবং এরকম আরো অনেক সহীফা ছিল যা পরবর্তীকালে তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন তাঁদের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে পুরাপুরি লিপি বদ্ধ করে নিয়েছেন।
***দ্বিতীয় যুগের সময়কালঃ- এ যুগ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ১৩ হিজরী হতে তৃতীয় শতাব্দীর সূচনার কিছু সময় বেশী সহ ৩১২ হিজরী পর্যন্ত। এ যুগ তাবেয়ীন, তাবে'-তবেয়ীনদের যুগ । হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকেই পঞ্চম খলিফাতুর রাশিদ হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (ইনতিকাল ১০১ হিজরী)ব্যাপকভাবে হাদিস শরীফ সংগ্রহ করার জন্য মদীনার শাসন কর্তা আবু বকর ইবনে হাজম (ইনতিকাল ১১৭ হিজরী) এবং ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান কেন্দ্রে ওলামা ও সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি এক আদেশ জারি করেন।এ আদেশের ফলে দেশে হাদিস শরীফ সংগ্রহ করার এক বিরাট সাড়া পড়ে যায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাবেঈ'ন ও তাবে'-তাবেঈ'নগনের

অন্তর্ভূক্ত মুহদ্দিস –আলেমগন হাদিস সংগ্রহ ও লিখার কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়েন।
দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ সমহূঃ

ক্রমিক, কিতাব বা গ্রন্থের নাম সংকলকের নাম বা রচয়িতার নাম, ইনতিকালের তারিখ
১।কিতাবুছ ছুনান ইমাম মকহুল শামী (ইনতিকালৃঃ১১৬হিঃ
২। কিতাবল ফারায়েজ আবু হিশাম মুগীরা ইবনে মাকছাম ইনতিকালৃঃ ১৬৩হিঃ
৩।কিতাবুছ ছুনান ইমাম আব্দুল মালিক ইবনে জুরাইজ ইনতিকালৃঃ ১৫০ হিজরী
৪। কিতাবুছ ছুনান সাইদ ইবনে আবি আরুবা ইনতিকালৃঃ ১৫৭ হিজরী
৫। কিতাবুছ ছুনান ইবনে আবি জে'বইনতিকালৃঃ ১৫৯ হিজরী
৬। কিতাবুছ ছুনান ইমাম আওজায়ী ইনতিকালৃঃ ১৫৯ হিজরী
৭। কিতাবুল জামিউল কবির ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
৮। কিতাবুল জামিউছ্ ছগীর ইমাম সুফিয়ান ছাওরীইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
৯। কিতাবুছ ছুনান জায়েদা ইবনে কুদামা ছকফী ইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
১০। কিতাবুজ জোহদ জায়েদা ইবনে কুদামা ছকফীইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
১১। কিতাবুল মানাকিব জায়েদা ইবনে কুদামা ছকফীইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
১২। কিতাবুছ ছুনান ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালেমা ইনতিকালৃঃ ১৬৫হিজরী
১৩। কিতাবুল মাগাজী আব্দুল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাজম ইনতিকালঃ ১৭৬ হিজরী
১৪। কিতাবুছ ছুনান ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ইনতিকালৃঃ ১৮১ হিজরী
১৫। কিতাবুজ জোহদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ইনতিকালৃঃ ১৮১ হিজরী
১৬। কিতাবুল বিররে ওয়াছছেলাহ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ইনতিকালৃঃ ১৮১ হিজরী
১৭। কিতাবুছ ছুনান আবু ছাঈদ ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া ইবনে জায়েদা ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
১৮। কিতাবুছ ছুনান হুশাইম ইবনে বশীর ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
১৯। কিতাবুত তাহারাত ইমাম ইসমাইল ইবনে উলাইয়া ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২০। কিতাবছ ছালাত ইমাম ইসমাইল ইবনে উলাইয়া ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২১। কিতাবুল মানাছিক ইমাম ইসমাইল ইবনে উলাইয়া ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২২। কিতাবুছ ছুনান ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২৩। কিতাবুল মাগাজী ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২৪। কিতাবুছ ছুনান মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গোজওয়ান ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
২৫। কিতাবুজ জোহদ মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গোজওয়ান ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
২৬। কিতাবুছ ছিয়াম মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গোজওয়ান ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
২৭। কিতাবুদ দো'আ মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গোজওয়ান ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
২৮। কিতাবুছ ছুনান ইমাম ওয়াকি ইবনে জাররাহ ইনতিকালৃঃ ১৯৭ হিজরী
২৯। কিতাবুছ ছুনান ইমাম আবু মোহাম্মদ ইসহাক আজরাক ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
৩০। কিতাবুল মানাছিক ইমাম আবু মোহাম্মদ ইসহাক আজরাক ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
৩১। কিতাবুল কেরা'আত ইমাম আবু মোহাম্মদ ইসহাক আজরাক ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
৩২। কিতাবুল খারাজ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আদম ইনতিকালৃঃ ২০৩হিজরী
৩৩। কিতাবুল ফারায়েজ ইমাম ইবনে ইয়াজিদ হারুন ইনতিকালৃঃ ২০৬ হিজরী
৩৪। কিতাবুছ ছুনান .ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনেহুমাম ছন'আনী ইনতিকালৃঃ ২১১ হিজরী
৩৫। কিতাবুল মাগাজী ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনেহুমাম ছন'আনী ইনতিকালৃঃ ২১১ হিজরী

৩৬। আল জামে' ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ ইনতিকালঃ ১৫১ হিজরী
৩৭। কিতাবুল মাগাজী আবু মা'শার নজীহ হিন্দী ইনতিকালঃ ১৭০ হিজরী
৩৮। কিতাবুল জম্মুল মালাহি ইবনে আবিদ্দুনয়া ইনতিকালঃ ১৮০ হিজরী
৩৯। মোআত্তা ইমাম মালিক ইনতিকালঃ ১৭৯ হিজরী
৪০। কিতাবুল খারাজ ইমাম আবু ইউসুফ ইনতিকালঃ ১৮২ হিজরী
৪১। মোআত্তা ইমাম মোহাম্মদ ইনতিকালঃ ১৮২ হিজরী
৪২। মোআত্তা কবীর আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব ইনতিকালঃ ১৮৯ হিজরী
৪৩। আহওয়ালুল কিয়ামাহ আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব ইনতিকালঃ ১৮৯ হিজরী
৪৪। আল মুসনাদ ইমাম শাফিয়ী ইনতিকালঃ২০৪ হিজরী
৪৫। কিতাবুল উম্ম ইমাম শাফিয়ী ইনতিকালঃ ২০৪ হিজরী
৪৬। আল মুসনাদ... ইমাম আহমদ ইবহোম্বল ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত এ সকল হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থের অধিকাংশ আজ না পাওয়া গেলেও তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

উপরে বর্ণিত এ সকল হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থের অধিকাংশ আজ না পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় শতাব্দিতে লিখিত নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের আটটি (৮টি) কিতাব বা গ্রন্থ বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। যেমন-

১. মুসনাদে- ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫০০ টি।
২. মোআত্তায়ে -ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩- ১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি।
৩. মুছান্নাফে- আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।
৪. মুছান্নাফে- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ'নী, জন্ম- ইনতিকালঃ ১২৬-২১১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি।
৫. মুসনাদে- ইমাম শাফিয়ী ও ৬. তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত "কিতাবুল উম্মি" , জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০- ২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন।
৭. মুসনাদে- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি, তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন।
৮.সুনানে দারেমি- প্রণেতার নাম-অব্দল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি।
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম)